بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৮শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূক যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কিছু ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাবূকের সফরের আরও কিছু ঘটনা আজ বর্ণনা করব। যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মুনাফিকরা যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার সময় বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছিল আর মহানবী (সা.)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরও তারা যুদ্ধে না যাওয়ার বিষয়ে নিজেদের অপারগতা ও অজুহাত উপস্থাপন করে। রীতি অনুযায়ী তিনি (সা.) মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়েন। এরপর মুসলমানরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন আর যারা দুর্বল ঈমান ও কপটতার কারণে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করে নি তারাও উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে থাকে। মহানবী (সা.) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু যেহেতু মুনাফিকদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য ছিল, তাই আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার ৯৪-৯৬ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করেন যার বঙ্গানুবাদ হলো,

"তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তারা তোমাদের কাছে (নানান) অজুহাত প্রদর্শন করবে। তুমি বলো, 'তোমরা অজুহাত প্রদর্শন কোরো না, আমরা কখনো তোমাদের বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। এরপর অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন।' তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের সামনে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কসম খাবে যেন তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। কাজেই, তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলরূপে জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ জাতির প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।"

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, তাবূকের যুদ্ধে চার শ্রেণির লোক অংশগ্রহণ করে নি।প্রথমত, যাদেরকে মহানবী (সা.) মদীনায় বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছিলেন যেমন, **হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)**। দ্বিতীয়ত যারা অক্ষম, অসুস্থ্য ও দরিদ্র বা অসহায় প্রকৃতির ছিলেন। তৃতীয়ত, কতিপয় মুনাফিক, যাদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র তিরস্কার ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে এবং কঠোর শাস্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে আর তাদের সংখ্যা ৮০ বা ততোধিক বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থত, যারা কেবলমাত্র অলসতা ও উদাসীনতার কারণে তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি আর তাদের মাঝে তিনজন সাহাবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন, **হযরত কাব বিন মালেক (রা.), হযরত মুরারা বিন রাবী (রা.), হযরত হেলাল বিন উমাইয়া (রা.)**।

বুখারী শরীফে হযরত কা'ব বিন মালেকের নিজের ভাষায় এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে বদর এবং তাবূক যুদ্ধ ব্যতীত তিনি আর কোনো যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকেন নি আর আকাবার রাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাবূক যুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলেন এবং দুটি বাহন জোগাড় করেছিলেন তথাপি তিনি উদাসীনতাবশত মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সাথে যাত্রা করেন

নি। মহানবী (সা.) যাত্রা করার পর তিনি লোকদের মাঝে বিচরণ করতেন আর এ কথা ভেবে তিনি কষ্ট পেতেন যে, তখন (মদীনায়) মুনাফিক, দুর্বল ও অক্ষম লোক ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। মহানবী (সা.) যাত্রাপথে কা'ব (রা.) এর কথা জিজ্ঞেস না করলেও তাবূকে গিয়ে তাকে খুঁজেছিলেন, এ বিষয়টিও তাকে পীড়া দিয়েছিল। যাহোক, তিনি যখন জানতে পারেন, মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসছেন তখন প্রথমে তার মনে মিথ্যা অজুহাত দেখানোর অভিপ্রায় জাগ্রত হলেও তিনি (সা.) মদীনার যতো নিকটবর্তী হয়েছেন, ততই তার অন্তর থেকে মিথ্যা বলার ইচ্ছা দূরীভূত হতে থাকে এবং তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, তিনি সত্য কথাই বলবেন।

মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছালে যারা পশ্চাদপদ ছিল তারা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অপারগতা ও অজুহাত দেখাতে থাকে। মহানবী (সা.) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেন। এরপর যখন হযরত কা'ব (রা.) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করেন তখন তিনি (সা.) রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসেন। এরপর তাকে যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (রা.) বলেন, **আমার যুদ্ধে না যাওয়ার কোনো যথার্থ কারণ নেই। আল্লাহ্‌র কসম! এ কথা সুনিশ্চিত, আমি যদি আপনি ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে অজুহাত বা বাহানা দেখিয়ে শীতল করার চেষ্টা করতাম আর আমি একজন বাকপটু মানুষ। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, তবুও আমি এতে অবশ্যই আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার আশা করি।** তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তুমি এখন চলে যাও, যতদিন না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কোনো সিদ্ধান্ত দেন— ততদিন অপেক্ষা করো।

হযরত কা'ব (রা.)-এর ন্যায় আরো দুজন সাহাবী ছিলেন যারা তার মতো কোনো প্রকার অজুহাত পেশ না করে সত্য স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারা হলেন, **মুরারা বিন রবী (রা.) এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা.)।** মহানবী (সা.) তাদের তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে মুসলমানদের বারণ করে দেন। ফলে তারা এরূপ ভাবতে আরম্ভ করে যেন এ পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তারা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করেন। হযরত কা'ব (রা.)-র অপর দুজন সাথি তো সংকটে ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হয়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। আর তিনি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলেন তাই বাইরে বের হতেন, মুসলমানদের জামা'তে নামায আদায় করতেন, বাজারে চলাফেরা করতেন, কিন্তু কেউ তার সঙ্গে কথা বলত না। তিনি মহানবী (সা.)-কে গিয়ে সালাম দিতেন আর যখন তিনি (সা.) নামায শেষে মজলিসে বসতেন তখন তিনি মনে মনে বলতেন ও লক্ষ্য করতেন, তিনি (সা.) সালামের উত্তরে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কিনা? তিনি তাঁর (সা.) কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং লুকিয়ে তাঁর দিকে তাকাতেন যে, মহানবী (সা.) তার প্রতি দৃষ্টি দেন কিনা! তবে তিনি তাঁর দিকে তাকালে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন।

হযরত কা'ব (রা.) একবার গোপনে তাঁর চাচাতো ভাই আবু কাতাদা (রা.)-র কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি জানেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে ভালোবাসি? এভাবে তিনবার কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করার পর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসেন। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী

(সা.)-এর বার্তাবাহক তার কাছে এসে বলে, তিনি (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আপনার স্ত্রী'র কাছ থেকেও পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আমি কী তাকে তালাক দিয়ে দিব, নাকি অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দেন, তালাক দিতে হবে না, বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। হযরত হেলাল বিন উমাইয়া (রা.)-র স্ত্রী মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন, কেননা হযরত হেলাল (রা.) একজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তাই তার সমস্যার কথা বিবেচনা করে মহানবী (সা.) বিশেষ অনুমতি নিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত কা'ব (রা.) এ ধরনের কোনো আবেদন করেন নি।

এভাবে পঞ্চাশতম রাত অতিবাহিত হলে ফজরের নামাযের পর এক বাড়ির ছাদ থেকে এক আহ্বানকারীর আহ্বান শোনা যায়। সে **সালা পর্বতের** ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছিল, **'হে কা'ব বিন মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কা'ব (রা.) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়ি আর আমি বুঝতে পারি, আমার সুদিন ও খুশির খবর এসেছে। মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ার পর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়কে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। এ সুসংবাদটি দেয়ার জন্য যিনি ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে আসেন আমি তাকে কৃতজ্ঞাস্বরূপ পরিধানের বস্ত্রদ্বয় খুলে দিয়ে দেই। এরপর লোকেরা দলে দলে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসতে থাকে।**

অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করে মহানবী (সা.)-কে আস্সালামু আলাইকুম বলি, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে চকচক করছিল। তিনি (সা.) আমাকে বলেন, **তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয়ার পর থেকে তোমার জীবনে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে তা থেকে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো।** হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটা কী আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এরপর আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমার তওবা কবুলের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর পথে দান করে দিতে চাই। তখন তিনি (সা.) বলেন, কিছু সম্পদ নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বলি, তাহলে খায়বারের অংশটি আমার জন্য রাখছি। অতঃপর আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ তা'লা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন জীবন্ত রাখতে আমার বাকি জীবনে আমি শুধু সত্যই বলব। আল্লাহ্র কসম! আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোনো মুসলমানকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ্ দান করেন নি, যে নিয়ামত তিনি আমাকে দান করেছেন। হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও নিজের ভাষায় এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আগামীতে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষাংশে হুযূর (আই.) তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রয়াত ব্যক্তিরা হলেন, যথাক্রমে পাকিস্তানের **হাফেয মুহাম্মদ ইব্রাহীম আবেদ সাহেব** মুরুব্বী সিলসিলাহ্, লাইবেরিয়া জামা'তের মুয়াল্লিম **শেখ আবু বকর জর্জ সাহেব** এবং লাইবেরিয়ার **সামীনা ভানু সাহেবা। হাফেয ইব্রাহীম সাহেবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) তার সহপাঠি মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের একটি চিঠি পড়ে শোনান। পরিশেষে** হুযূর (আই.) তাদের ক্ষমা ও উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org**-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)